সত্যযুগ - স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন

অব্যক্ত ইশারা

নিজের কর্মের দর্পনের দ্বারা বাবার সাক্ষাত্কার করাও , বাবাকে অনুসরণ করো

১. বাবার সদা এই আশা থাকে যে প্রত্যেক বাচ্চা নিজের কর্মের দর্পনের দ্বারা বাবার সাক্ষাত্কার করবে অর্থাৎ প্রত্যেক কদমে বাবাকে অনুসরণ করে বাবার সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে কর্মযোগের পার্ট বাজাও | এই আশা পূরণ করা মুশকিল নাকি সহজ ?

২. ব্রহ্মা বাবা সদা আদির থেকে দান হলো মহাপুণ্য , এই সংস্কারকেই সকার রূপে এনেছে | করবো , ভাববো , প্লান বানাবো ... এই সংস্কার কখনো সকার রূপে দেখিনি | এখনি এখনি করার মহামন্ত্র প্রত্যেক সংকল্প আর কর্মে দেখেছি , ওই সংস্কার প্রমান বাচ্চাদেরকেও সমান হওয়ার আশা রাখি |

৩. ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত কেন হয়েছে ? ছোট জগতের থেকে বের করে অনন্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য | ব্রহ্মা বাবা নিজের রাইট হ্যান্ড বাচ্চাদেরকে , নিজের বিশেষ ভুজা দিয়ে অব্যক্ত বতনের থেকে অনন্তের সেবা স্থানের থেকে বাহু ফেলে হাতে হাত দেওয়ার জন্য ডাকছে |

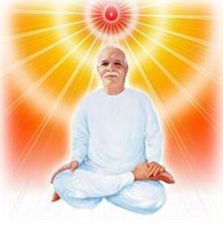

৪. ব্রহ্মা বাবার বাচ্চাদের সাথে বিশেষ স্নেহ আছে | তো ব্রহ্মা বাবা ডাকছে যে বাচ্চে , অনন্তে এসে যাও | ব্রহ্মা বাবার সদা একটাই লক্ষ্য থাকে যে বাচ্চারা আমার সমান অনন্তের তাজধারী হয়ে চারিদিকে প্রত্যাক্ষতার লাইট আর মাইট এমন করে ফেলাবে যার থেকে সর্ব আত্মারা নিরাশা থেকে আসার কিরন দেখতে পাবে |

৫. বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদেরকে প্রত্যেক কদমে বাবাকে অনুসরণ করা সমান সাথী রূপে দেখে | সদা এই লক্ষ্য যেন থাকে যে আমাকে বাবার সমান হতেই হবে | যেই রকম বাবা হলো লাইট সেই রকম ডবল লাইট হও | অন্যদেরকে দেখো তো কমজোর হয়ে যাও , আজ্ঞাকারী বাচ্চারা সদাই বাবাকে অনুসরণ করে |

৬. যেটা বাবার গুন সেটা বাচ্চাদেরও , যেটা বাবার কর্তব্য সেটা বাচ্চাদেরও , যেটা বাবার সংস্কার সেটা বাচ্চাদেরও , এটাকে বলা হয় বাবাকে অনুসরণ করা | যেটা বাবা করেছে সেটা রিপিট করতে হবে , কপি করতে হবে | এই কপি করলে পুরো নাম্বার পেয়ে যাবে | তো যেটা সংকল্প করো , প্রথমে চেক করো যে বাবার সমান আছে ? যদি নেই তো চেঞ্জ করে দেও | যদি আছে তো বাস্তবে আন | এই রকমই বাবাকে অনুসরণ করলেই সদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্তিতিতে স্তিত থাকতে পারবে |

দাদী জানকী

"পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য সদা উমং উত্সাহতে থাকো , ভাব-স্বভাবের চক্কর-টক্করের থেকে ফ্রি থাকো।"

শান্তিবনের সুন্দর সংগঠনে বসে কোন শব্দ উচ্চারণ করবো , এমনিতে তো বাবা বলে তোমার মুখ দিয়ে সদা জ্ঞান রত্নই বের হবে। এখন কোন রত্ন বের করবো ? জ্ঞান রত্ন আছে তো যোগ কি আছে ? যোগের দ্বারা শান্তি , শক্তির বায়ুমন্ডল এমন শক্তিশালী হোক যে ওখানে বসেই শান্ত হয়ে যায়। যোগের হলো এটা কামাল , সংগঠনের স্নেহের কামাল আছে। এই উমং উত্সাহের দ্বারা পুরুশার্থে পরিশ্রম আর করতে হয় না। ভাব স্বভাবের কথা বললে অনেক পরিশ্রম হয়। কি করব , কিকরে করব ... এই সংকল্প আসলে উত্সাহ শেষ হয়ে যায়। আমরা পরিশ্রম করবো এটা বাবার ভালো লাগে না। স্নেহ থাকলে পরিশ্রম মনে হয় না। আমরা সদা যদি খুশি থাকি তো পরিশ্রম মনে হয় না , তাই খুশি থাকবে , খুশি বিলবে , ওই খুশিতে বাবা কতো কাজ করেছে , করাচ্ছে , সব সহজ মনে হচ্ছে কারণ বাবা করেছে , আমি আর কিছু দেখতে পারি না।

সারা যজ্ঞের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে বাবা স্নেহ করেছে , স্নেহতে যেটা উচ্চারণ করেছে সেটা বাস্তবে এনেছে। বাবা বাপ, শিক্ষক , সতগুরু তিন রূপে একই সময়ে সব কাজ করে। তার পরে আমরাও হলাম চমত্কার , তিনটির থেকেই লাভ নেওয়াতে বুদ্ধিমান হয়েছি। এখন বাবা প্রথমে বাচ্চাদেরকে প্রনাম করে। এমনিতে তো বাচ্চাদের কাজ হলো বাবাকে প্রনাম করা। কামাল হলো বাবার যে এতোটা যোগ্য করেছে। তার পরে বাচ্চাদের চমত্কার আছে যে বাবা প্রত্যেক সম্মন্ধের লাভ নিয়েছে। যেই রকম ডাইরেক্ট আটা কেও খেতে পারে না কিন্তু সেটাতে জল মেশালে , তার স্নেহে রুটি বানাও তার পরেই সেই রুটিকে খেতে পারবে , তো এটা হলো স্নেহ। এই রকমই জ্ঞানের দোলনাতে , প্রেমের ঝুলাতে ঝুললে সুধবুধ ভুলে যাবে। যে সব কিছু কাজের কথা না সেগুলো ভুলে যাবে।

পুরনো আর পরের কথা একটুকো সরণ করা মানে নিজের শত্রু হওয়া। কেও কারো শত্রু না , শত্রু হলো পরের কথা আর পুরনো কথা। নিজেদের মধ্যে যদি কেও ফালতু কথা বলে তো বাবার একদম ভালো লাগতো না আর তারা বাবার আগে আসতেও পারতো না। সদা কি কথা বলতে হবে ? আমি কে , আমার কে , প্রথমে ঘরে যেতে হবে তার পরে সুখধামে আসতে হবে ... বাস বেশি কথা বলতে হবে না। শুদ্ধ , শান্ত , শ্রেষ্ট আত্মা হয়ে যেতে হবে। কর্ম বন্ধন সব হিসাব কিতাব শেষ করে , ফ্রি হয়ে আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি , দেহ এখানে আমরা ওখানে। জীবিত অবস্থয়াতে মৃত হয়েছ , বাবার হয়ে গেছ , এই জীবন হলো অমূল্য। এ হলো ঈশ্বরের বাচ্চা , মাতা পিতা , শিক্ষক , সত্গুরুর সামনে বসে আছে। সে নিজের মতো বানাচ্ছে। কখনো ভাবিনি যে আমাকে কখনো বাবার সমান হতে হবে। এখন প্রতিদিন বাবা পাঠ পাক্কা করায় যে বাবা আর তোমাদের মধ্যে যেন কোনো অন্তর না হয় , বাবার সমান হও। পবিত্রতা , সুখ , শান্তি , প্রেম , আনন্দতে মগ্ন থাকো এই লগন যেন থাকে।

সন্যাশিরাও পবিত্রতা ধারণ করে কিন্তু যোগ বল নেই , আমাদের পবিত্রতাতে যোগ বল আছে তো আমাদের এই বলের অনেক গুরুত্ব আছে | বাবা এমন চোখ দিয়েছে , এমন ভালো বুদ্ধি দিয়েছে যে যতো বাবার গুন আছে সেই সব ধারণ করে গায়ন যোগ্য হচ্ছি | বাবা এই রকম , বাবা এই রকম , শুধু এই গায়ন করো না | বাবার গুনকে নিজের মধ্যে ধারণ করে ওই রকমই গুণবান হও | গুণবান হওয়ার জন্য রোজ বাবার মুরলী পাও - কোনো অবগুন যেন না হয় , আওয়াজ দিয়ে বলবে না , মিষ্টি বলো | দেবতারা কখনো গুণবান হওয়ার পুরুশার্থ করবে না , দেবতাদের যদিও মন্দিরে পুজো হয় | আমাদের পুজো হয় না কিন্তু গুণবান আমরা এখনই হই | তো পদ্মাপদম ভাগ্যবান আছি যে আমরা গুণবান হচ্ছি | ঈশ্বরের গুন ধারণ করছি , যতো ধারণ করি সেই অনুসারেই পদ পাই |

আমি তো সদা নিশ্চিন্ত থাকার এটেনশন রেখেহি , কখনো কোনো চিন্তাতে সময় নষ্ট করিনি | আমি কে ? আমার কে ? এই স্মৃতিতে থাকো কারণ আমি স্মৃতিতে থাকলে আমাকে দেখে অন্যরা থাকবে এর দ্বারা পুন্যের খাতা জমা হয়ে যাবে | তো পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য স্মৃতিতে থাকো , উমং উত্সাহে থাকো | কোনো ভাব স্বভাবের টক্কর চক্করের থেকে ফ্রি থাকো | এক হলো যেমন্ কি এ খুব ভালো , এ খুব ভালো , এই ভাবে চক্করে আশা , দৃতীয় হলো টক্করে আশা , তো চক্কর আর টক্করের থেকে ফ্রি হতে হবে | তো আজকে সত্যি মনে বাবাকে সামনে রেখে যদিও মনে হয় কি কেও দেখছে না , কিন্তু বাবা বলে যে আমি সব দেখি , বাবা সদা দেখে যে কে চক্করে আর টক্করে অনেক সময় নষ্ট করে , এটা হলো খুব সুক্ষ | যাকে ভালো লাগে , তার সাথে ভালো বনিবনা হয় , যার সাথে হয় না , টক্কর কারো সাথে আছে সারা দিনে মুখ খারাপ হয়ে থাকে ...|

আমরা হলাম বাবার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মন , তো ব্রহ্মা বাবার মুখ আর আমাদের মুখে যেন কোনো অন্তর না থাকে কারণ বাচ্চাদের মুখের দ্বারা জানা যায় যে এ কার বাচ্চা | তো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয়েছ , তার সন্তান আছ তো এখানে বসে রিহার্সেল করতে হবে | ব্রহ্মা বাবার এক দুজন বাচ্চা নেই , অন্যদেরকে বলে ব্যর্থ কন্ট্রোল করো কিন্তু ব্রহ্মার মুখের দ্বারা হাজার লক্ষ্য উত্পন্ন হয়েছে | শুধু উত্পন্ন করেনি , তাদের পালনা করেছে , তাদেরকে পরিয়েছে , তাদেরকে লায়ক বানিয়েছে তাই জন্য তো নতুন দুনিয়াতে এসে রাজ্য করবে | আগের থেকে বানানো মহল পাবে , আমরা ওখানে মহল বানাবো না , আগের থেকে বানানো পাবো | কিন্তু এখন ভগবানের ঘরে , খাটিয়া , কুটিয়া পেয়েছি , বাস , দুটো রুটি খাওয়া আর শিব বাবার গুন ধারণ করা | যতো খাবো তার থেকে বেশি সেবা করতে হবে , তাহলে ফল ভালো পাবো | ব্রহ্মা ভজন আছে না | কিন্তু সব থেকে বড় ক্ষতি যেটা ভালো লাগে সেটা অনেক খেতে থাকবে , এটা খাবো , ওটা খাবো ... এই লোভ করতে হবে না | আরে জীবরস খুবই ক্ষতিকারক | কি খেতে হবে , শান্তিতে বসে ব্রহ্মা ভজন খেতে হবে কারণ আমরা হলাম ব্রাহ্মন | বাবা বলেছে যে যা কিছু হচ্ছে সেটা ভালো হচ্ছে , যা হবে ভালই হবে , গারান্টি আছে | যেটা হচ্ছে সেটা ভালো , যেটা হবে ভালো হবে , এই শব্দ কখনো ভুলে যাবে না | ও.কে.ওম শান্তি |

দাদী প্রকাশমনির অমৃত বচন

পরিবর্তন শক্তির দ্বারা নিজেকে ট্রান্সফার করো

১.আমরা সকলকে বাবা বলে লক্কি স্টার বাচ্চা | আমাদের আগের কল্পের ভাগ্য ড্রামাতে লুকিয়ে আছে | আমরা নিজেদের ভাগ্য নিয়ে এসেছি | আমরা শিব বংশী ব্রহ্মা কুমার কুমারী তার পরে বিষ্ণুবংশী হই | এটাতেই সব ক্লাসের সার আছে | আজকে বাবার মুরলীতে ছিল যে তোমরা বাচ্চারা এখানে ট্রান্সফার হতে এসেছ | পরিবর্তন হতে এসেছ | তো রোজ নিজেকে জিগেশ করো - আমি কি পরিবর্তন হয়েছি ! আমার মধ্যে [পরিবর্তন করার শক্তি আছে | আমরা প্রথমে তো পুরনো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে ট্রান্সফার হয়েছি | তার পরে ভক্তি থেকে জ্ঞানে ট্রান্সফার হয়েছি | ভক্তির সংস্কার হলো দেহ অভিমানের | দেহ অভিমানের কারণেই দুঃখী হয়ে ডেকেছ কারণ রাবন উতরানোর কলাতে এনে দিয়েছিল | তো প্রথমে আমাদের সংস্কার পরিবর্তন হয়েছে | দেহ অভিমানের সাথে সব দুর্গুন অবগুনও প্রবেশ হয়ে গেছে | তো প্রত্যেকে এই চার্ট রাখবে যে আমি কতো দূর পরিবর্তন হয়েছি !

২.সৃষ্টির সাথে-সাথে জীবন চক্র হলো পরিবর্তনশীল | এখন আমার ব্যাটারি ফুল হচ্ছে , এমন তো না যে আজ ফুল নেশা আছে , কালকে ছোট মোট কথা হলো তো ডাউন হয়ে গেলে | তার পরে বলবে যে আমি তো যাই আমার লৌকিকে , এমনটা বলা মনেও সিদ্ধ করা যে অলৌকিকের হও নি | তাদের নেশা যেমন কি বালুর ঢেরের ওপরে আছে | অবশ্যই সেটা পরে যাবে তাই সেটাকে সিমেন্টের পরোক দিয়ে দেও তো পরে যাবে না | আজ আমি খুব ভালো ভাষণ করেছি , তির লেগে গেছে | আমার নেশা চরে গেছে | যদি আমি দু-চার দিন সেবা না করি তো আমার খুশি হারিয়ে যাবে | নিজেদের মধ্যে দু-চারজন বন্ধু পেলে খুশি , আর যদি না পাই তো খুশি হারিয়ে গেলো | এই সব কোন স্তিতির মধ্যে পরে ? অজ্ঞানী তো করে কিন্তু ব্রাহ্মনেদের মধ্যেও এমন অনেক মায়া আছে | ও বলবে যে আমার ব্রাহ্মণী ভালো ক্লাস করায় , তুমি আমার ক্লাসে আসবে | ও বলবে তুমি ওখানে কেন গেছ ! তার পরে চলবে পর্চিন্তনের চক্র | এটাও হলো উল্টো চক্র | সেবা করতে যাবে , ভাবনা হবে অন্যদের কল্যানের | ভেতরে চলবে পার্টিবাজি | অনেক বার বাইরে থেকে খুব ভালো হয় , ভেতরে যাবে মিষ্টি-মিষ্টি ছুরি - কখনো চোখ থেকে তো কখনো মুখ থেকে | ব্রাহ্মনেদের জন্য তো এই শব্দ শোভনীয় না |

৩.সব থেকে ভালো গুন হলো , সদা বাবার এক লগনে থেকে নির্ভরশীল থাকো কিন্তু এই ভাব না যে আমি তো নিজের সব কিছু করবো , না | আত্মাদের ওপরে নির্ভর হবে না কিন্তু বাবার ওপরে নির্ভর হও | থাকতে তোমাদেরকে সংগঠনেই হবে , এমন না যে আমার তো কারো সাথে যোগাযোগ নেই | নির্মান হও | নির্মানতার জন্য আমরা এই দুটো হাত পেয়েছি | নির্মান হয়ে আমাদেরকে এই সংগঠনে চলতে হবে | এটা পাক্কা পাক্কা কথা দেও |

৪.ভেতরে যে কখনো কখনো হলচল হয় যে বিয়ে করবো নাকি করবো না ! এই অল্প হলচলও মেরে ফেলবে | এখন হল্চলকে সমাপ্ত করো | যে মরে গেছে তার মধ্যে হলচল হয় কি ! আমরা পুরনো দুনিয়ার থেকে মৃত হয়ে গেছি | বলে যে সংস্কার পরিবর্তন হয় না | আমি বলি যে গেছে তখনই তো এসেছ | মায়া ছেড়েছে তখনই তো বাবার কাছে পৌছতে পেরেছ | মায়া বেচারী তোমাদেরকে ছুটি দিয়েছে তাই তো এখানে পৌছতে পেরেছ | বাবার কোল পেয়েছ তাই কোনো এমন সংস্কারের হলচল ওঠাবেই না | ঘুম আসছে না তুমি বাবার সরণ করো | মুরলী পড় , এটা তো ভালো কথা , জেগে থাকা জ্যোতি হও | মায়ার থেকে রাগ কেন করো ! রাগ হও তো সে আরো রাগ হয়ে যায় |

৫.সত্যের দরবারে এসেছ - যা কিছু নোংরা আছে দিয়ে দেও দান ... দেহধারীকে হাত লাগানো , মানে বিচ্ছুকে হাত লাগানো | আমাদের চঞ্চলতা বাবা সমাপ্ত করে দিয়েছে | বাবা আমাদেরকে অচল বানিয়েছে | আমরা হলাম বাবার অঙ্গদ বাচ্চা | নিজেদের মধ্যেও হাত লাগবে না , খুব খবরদারি রাখতে হবে | যদি কাওকে চৌ তো বাবা তোমাকে ছুতে পারবে না তাই ডোন্ট টাচ | এই রকম পাক্কা যোগী ব্রহ্মাচারি হয়ে থাকো তখন বলা হবে ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারী | আচ্ছা - ওম শান্তি |

দাদী গুলজার

প্রশ্ন :- দাদী জি , যোগে ৩-৪ স্টেজ আসে , একটা হলো মনন করছি , বাবার সাথে রুহুরিহন করছি , দ্বিতীয় হলো ডবল লাইট , তৃতীয় বাবার সমান বিন্দু রূপ স্থিতি , তো কর্মের সময় কোন স্টেজ হবে ?

উত্তর :- যখন যোগে বস তখন তো যোগের ফার্স্ট স্টেজ হতে হবে | কর্মে তো ডবল স্টেজ হবে | কর্মের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে কিন্তু জ্ঞানের মনন চিন্তন , রুহুরিহন সহজেই হতে পারে | একটু এটেনশন দিলে কর্মে যোগ সহজেই হয়ে যাবে | কর্মে আশা তো জন্ম জন্মের অভ্যাস আছে তো সেটা সহজেই টেনে নেয় | যতক্ষণ যোগ ন্যাচারাল না হয়ে যায় ততক্ষণ এটেনশন দিতে হবে কারণ এতো জন্ম দেহ অভিমানে থেকেছ না | আমি হলাম আত্মা , এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করাচ্ছি , এই স্মৃতি সহজেই থাকতে পারে |

প্রশ্ন :- বাবা তো বলে যে যেই শব্দ মুর্লিতে আসে সেটার অনুভব করো , যেই রকম বাবা বললো তোমরা হলে আত্মা তো আত্মা হয়ে মুরলী শোন , তো দাদী এটাও তো যোগের মতো হয়ে যাবে ...?

উত্তর :- সেটা ঠিক আছে , ওটা তো বাবা বললো আর আমরা ওই অনুভবে চলে গেলাম | বাবা বললো আর সেই সময়ই সেই অনুভব করলাম | বাকি পেছনেও সেই অনুভব যদি চলে , তাহলে তো মুরলী বাদ চলে যাবে | যেই সময়ে যেই কাজ করছ , সেই সময়ে সেই বিধির দ্বারাই সেই কাজ হতে হবে | মুরলী শোনার সময়ে যদি যোগ লাগাও , সেটার কি মানে আছে ! এমনিতে যোগ লাগাও না ! কতো সময় তো পাও | এই অভ্যাস হতে হবে , আমাদের এটাই তো অভ্যাস হয়ে গেছে , মুরলির সময়ে মুরলী পরব আর যোগের সময়ে যোগ করবো |

প্রশ্ন :- দাদী , সকারে বাবা জখ যোগের অভ্যাস করতো বা মুরলী চলত তো বাবার এতো উচু স্থিতি হয়ে যেতো যে ঘড়ির টিক-টিকের আওয়াজ ভালো লাগতো না | এক বার বাবা বলেছিল বাচ্চি এই ঘড়ি বাবাকে যোগে খুব ডিস্টার্ব করে , তো দাদী সেটা কোন স্থিতি ?

উত্তর :- এর জন্য খুব অভ্যাস দরকার আর ওই স্থিতি তো যোগেরই হবে , নিজেকে আত্মা ভাবো আর অশরীরী হয়ে যাওয়া , এই অভ্যাস খুবই দরকার | বাবা এটাও বলে যে বাচ্চে এমন যোগ লাগবে না যে হারিয়ে যাবে আর কাজ পরে থাকবে সেটা হলে তো হলচল হয়ে যাবে | অভ্যাস দরকার যে যেই সময় যেটা করতে হবে , সেটাই ভাববে , সেই স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাবে | আচ্ছা |

ব্রহ্মা কুমারিস ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় |

(Satyug – a monthly magazine from Bengali murli section) .

For further information contact : www.brahmakumaris.com .